তারিখ ১৬ JUL 2016
পৃষ্ঠা ৬ ২ কলাম ৪

সমকাল

সরকারি হাই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ৪ বছর

■ সাব্বির নেওয়াজ

দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের তীব্র সংকট বিরাজ করছে। দেড় হাজারের বেশি পদ শূন্য রয়েছে এসব বিদ্যালয়ে। বিশেষত ইংরেজি আর গণিত শিক্ষকের সংকট সবচেয়ে বেশি। ফলে পাঠদান কার্যক্রম টিকিয়ে রাখাই দায় হয়েছে প্রধান শিক্ষকদের। আবার অতিরিক্ত চাপের ফলে মান বজায় রেখে ক্লাস নিতে পারছেন না কর্মরত শিক্ষকরাও। ফলে শিক্ষার মান হারাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এসব বিদ্যালয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) সূত্র জানায়, চার বছর ধরে এসব বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। সারাদেশে বর্তমানে ৩৩৩টি সরকারি হাইস্কুল আছে। এতে সহকারী শিক্ষকের পদ আছে ১০ হাজার ৬টি। এর মধ্যে এক হাজার ৭০৩টি পদই শূন্য। প্রধান শিক্ষকের পদ আছে মাত্র ৩২৪টি। বাকি ৯টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয়নি। এই ৩২৪টির মধ্যে ৮৪টি প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে। আর সহকারী প্রধান শিক্ষকের ৪৫৭টি পদের মধ্যে ৩৬৭টি খালি আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, টানা চার বছর কোনো শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনায় এসব বিদ্যালয় হোঁচট খাচ্ছে।

রাজধানীর ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. ইনছান আলী সমকালকে বলেন, '২০১২ সালের মে মাসে সরকার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদ তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। এ বাস্তবতায় এসব শিক্ষক নিয়োগে নতুন নিয়োগবিধি প্রয়োজন হয়ে পড়ে; কিন্তু নিয়োগবিধি চূড়ান্ত করে এখনও পিএসসিকে দেওয়া যায়নি। একটি নিয়োগবিধির খসড়া করে তা অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলেও পড়ে আছে সচিব কমিটিতে। ফলে পিএসসি নতুন কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি। এ কারণে দিন দিন সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ সংখ্যা বাড়ছেই।'

মাউশি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৩৩৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ হাজার ৬টি পদ আছে। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে এক হাজার ৭০৩টি সহকারী শিক্ষকের পদই ফাঁকা। এর মধ্যে বাংলায় ২৭২, ইংরেজিতে ২৭২ ও গণিতে ২০৪টি পদ শূন্য আছে। ইসলাম ধর্মে ফাঁকা ১৩৯টি পদ। সামাজিক বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষায় ১৩৬টি করে পদ খালি। ভূগোল, কৃষিশিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ের ৬৮টি করে পদ শূন্য। রাজধানীর আরেকটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সমকালকে বলেন, অন্যান্য বিষয়ের ক্লাস যে কোনো শিক্ষককে দিয়ে নেওয়া যায়; কিন্তু পদ শূন্য থাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই সংকট দূর করতে এবার বিসিএস উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা যায়, মাউশির পাঠানো প্রস্তাবে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু কোনো ক্যাডারের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হননি, এমন প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। কয়েক বছর ধরে এ ধরনের প্রার্থীদের বিভিন্ন নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণীর চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।